প্যারামেডিক্যাল কর্মী, ওষুধে ক্লাবঘরই ছোটখাটো স্বাস্থ্যকেন্দ্র

এই সময়, কাটোয়া: করোনা পরিস্থিতিতে নিজেদের ক্লাবঘরকে ছোটখাটো চিকিৎসা কেন্দ্রের চেহারা দিল কাটোয়ার ঘোষহাট সবুজ সঙ্ঘ। তিন জন প্যারা মেডিক্যাল কর্মী নিয়ে তিন শযার একটি আইসোলেশন কেন্দ্র তৈরি করা হয়েছে ক্লাবে। সঙ্গে থাকছে অক্সিজেন ও ওষুধের ব্যবস্থা। কেন্দ্রটির নাম দেওয়া হয়েছে 'কোভিড ফার্স্ট এইড কেয়ার'। রবিবার এর উদ্বোধন করেন কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, 'এই সময়ে এর থেকে ভালো উদ্যোগ আর কী হতে পারে? ক্লাবগুলো যদি এভাবে এগিয়ে আসে তাহলে গোটা ছবিটা বদলাতে সময় লাগবে না।'

আইসোলেশন কেন্দ্রের উদ্বোধনে রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় — এই সময়

ভরসার ডোজ

বিশদে আরও খবরের জন্য চোখ রাখুন
www.eisamaygold.com এবং
https://eisamay.indiatimes.com

মুক্তি, উদ্যমী বাংলা, একচালা ও ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের সহযোগিতায় কোভিড ফার্স্ট এইড কেয়ার চালু করেছে সবুজ সঙ্ঘ। রয়েছে দু'টি অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর মেশিন। কারও প্রয়োজন হলে এখানে এসে অক্সিজেন নিতে পারবেন। কারও বাড়িতে আইসোলেশনের ব্যবস্থা না থাকলে এখানে এসে থাকতে পারবেন করোনা পজিটিভ ব্যক্তিরা। তাঁদের খাওয়াদাওয়ার দায়িত্বও নেবে ক্লাব। এখন ক্লাবে তিন জনের থাকার ব্যবস্থা করা হলেও পরে তা বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে। ক্লাবের অন্যতম সদস্য বুদ্ধদেব মণ্ডল বলেন, 'এখানে আক্রান্তদের প্রাথমিক চিকিৎসার সবরকম ব্যবস্থা থাকবে। ওষুধ, অক্সিজেন, খাবার সবই আমরা দেব। প্যারা মেডিক্যাল স্টাফরা তাঁদের দেখভাল করবেন। চিকিৎসকদের সঙ্গেও আমাদের যোগাযোগ থাকবে। প্রয়োজন মনে হলে আক্রান্তকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হবে।'

পাশাপাশি ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে একটি ভ্রাম্যমাণ অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটরেরও। কারও প্রয়োজন হলে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অক্সিজেন দেওয়া হবে। পুরো পরিষেবাই দেওয়া হবে নিখরচায়। করোনা চিকিৎসার প্রাথমিক ওষুধও সরবরাহ করবে ক্লাব। শহরে যাঁদের ওষুধ কেনার সামর্থ্য নেই বা জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন, তাঁদের কাছে সেই ওষুধ পৌঁছে দেবেন ক্লাব সদস্যরা। আপাতত দুশো জনকে দেওয়ার মতো ওষুধের স্টক রয়েছে ক্লাবে। প্রয়োজন মতো আরও ওষুধ কেনা হবে। এখানেই শেষ নয়, করোনা আক্রান্তদের স্বাস্থ্যের দিকেও বিশেষ খেয়াল রাখছেন ঘোষহাট সবুজ সঙ্ঘের সদস্যরা। এলাকায় করোনা আক্রান্তদের বাড়িতে পুষ্টিকর খাবার পৌঁছে দেবে ক্লাব। সেক্ষেত্রে করোনা আক্রান্ত কেউ বাড়িতে রয়েছেন কিনা তা জানাতে হবে ক্লাবকে। তৈরি খাবার বিনামূল্যে সেই বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসা হবে। ক্লাবের সভাপতি দিব্যেন্দু দেবনাথ বলেন, 'আমরা চেষ্টা করছি এই পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে যতটা থাকা যায়। আরও চারটি সংস্থা আমাদের সাহায্য করছে। আগামী দিনে আরও বেশি করে যাতে মানুষের পাশে থাকা যায় সেই চেষ্টাও আমরা করছি।'